# ইসলামে হাদীছের গুরুত্ব ও মর্যাদা

শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী

অনুবাদ : নূরুল ইসলাম

# ইসলামে হাদীছের গুরুত্ব ও মর্যাদা

নূরুল ইসলাম

**প্রকাশনায় :**
শ্যামলবাংলা একাডেমী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
এসবিএ প্রকাশনা-৫

**প্রকাশকাল :**
ফেব্রুয়ারী ২০১২
মাঘ ১৪১৮
রবীউল আউয়াল ১৪৩৩



**কম্পোজ :**
মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
ও হাশেম রেজা

**প্রচ্ছদ :**
আল-জামী
সুপারকম রিলেশন
গোরহাঙ্গা, রাজশাহী

**মুদ্রণ :**
বৈশাখী প্রেস
গোরহাঙ্গা, রাজশাহী
**মূল্য :** ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

---

**ISLAME HADEETHER GURUTTO O MORZADA** (**The Importance of Hadeeth and Its Dignity In Islam**) Written by **Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani** and Translated by **Nurul Islam**. 1st edition : February 2012. Published by Shamolbangla Academy, Rajshahi. Price : Tk. 20 (Twenty) & US $ 1 (One) Only.

**ISBN : 978-984-33-4901-9**

# সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

# অনুবাদকের নিবেদন

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ। এর শিকড় প্রোথিত রয়েছে আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'র মধ্যে। অহি দু'প্রকার। ১. পঠিত অহি (وحي متلو) তথা আল-কুরআন ২. অপঠিত অহি (وحي غير متلو) তথা হাদীছ। এ দু'টির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কুরআন মাজীদ যেন ইসলামী শরী'আতের দীপ্তিমান প্রদীপ, আর হাদীছ তার বিচ্ছুরিত আলোর বন্যা। আলোহীন প্রদীপ যেমন, হাদীছ ছাড়া কুরআন মাজীদও তেমন। ইসলামরূপ মহীরুহের মূল ও কাণ্ড কুরআন, আর হাদীছ তার প্রক্ষিপ্ত শাখা-প্রশাখা। শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব ছাড়া যেমন বৃক্ষ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না, তেমনি হাদীছ ছাড়াও কুরআনী বিধান যথার্থরূপে বাস্তবায়িত হতে পারে না। ইসলামী জীবনাদর্শের হৃৎপিণ্ড কুরআন মাজীদ, আর হাদীছ তার সাথে সংযুক্ত ধমনী। যেটি প্রতিনিয়ত তাজাতপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে ইসলামরূপ দেহযন্ত্রের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঞ্জীবিত, সতেজ ও কার্যকর রাখতে অসীম ভূমিকা পালন করছে।

ইসলামে হাদীছের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনস্বীকার্য। কুরআন মাজীদে ইসলামী শরী'আতের মৌল নীতিমালা বিধৃত হয়েছে সংক্ষিপ্তাকারে, আর হাদীছে রয়েছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কপোলকল্পিত কোন বাণী নয়; বরং তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রেরিত 'অহি'। মহান আল্লাহ বলেন, 'রাসূল তাঁর ইচ্ছামত কিছু বলেন না, যতক্ষণ না তাঁর নিকটে অহি নাযিল হত' *(নাজম ৩-৪)*। 'আমি আমার প্রতি যা অহি করা হয় কেবল তারই অনুসরণ করি' *(আহকাফ ৯)*।

মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড হল হাদীছের প্রতি বিশ্বাস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ হলেন লোকদের মধ্যে পার্থক্যকারী'।[১] ইসলামী শরী'আতে হাদীছের এরূপ গুরুত্ব কেবলমাত্র ছহীহ হাদীছের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোন যঈফ-জাল ও বানোয়াট হাদীছের ক্ষেত্রে নয়।

আধুনিক যুগের বিশ্ববরেণ্য হাদীছ বিশারদ শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯) সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামী শরী'আতে হাদীছের গুরুত্ব ও মর্যাদা তুলে ধরেছেন তাঁর 'মানযিলাতুস সুন্নাহ ফিল ইসলাম ওয়া বায়ানু আন্নাহু লা য়ুসতাগনা আনহা বিল কুরআন' (منزلة السنة في الإسلام وبيانُ أنه لايُستغنى عنها بالقرآن) নামক ছোট্ট পুস্তিকায়। পুস্তিকাটির কলেবর ছোট হলেও এর ইলমী মূল্য অপরিসীম। এ গ্রন্থ পাঠে আধুনিক ব্যস্ত পাঠক ইসলামে হাদীছের গুরুত্ব ও মর্যাদা সহজেই বুঝতে পারবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ তা'আলা এ গ্রন্থের লেখক ও অনুবাদককে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!!

---

১. বুখারী, হাদীছ নং ৭২৮১, 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২; মিশকাত, হাদীছ নং ১৪৪, 'ঈমান' অধ্যায়, 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

# লেখক পরিচিতি

**নাম ও জন্ম :** নাম- মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন, উপনাম- আবূ আব্দির রহমান, পিতার নাম- নূহ নাজাতী। বংশপরিক্রমা হল- মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন বিন নূহ নাজাতী বিন আদম আল-আলবানী। তিনি ১৩৩২ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে আলবেনিয়ার প্রাক্তন রাজধানী 'উশকূদারাহ' (أُشْقُوْدرة) নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

**শৈশব :** এক দরিদ্র ধার্মিক পরিবারে আলবানীর শৈশব কাটে। তাঁর বাবা নূহ নাজাতী একজন বড় মাপের হানাফী আলেম ছিলেন। শায়খ আলবানী পিতা সম্পর্কে নিজেই বলেছেন, والدي كان يعتبر خاصة بين الأرناؤوط هو أعلمهم بالفقه الحنفي، وكان ملاذهم ومرجعهم. 'আমার বাবা বিশেষভাবে আরনাঊতীদের (আলবেনীয় ও সার্ব জনগোষ্ঠী) মধ্যে হানাফী ফিকহ সম্পর্কে সবচেয়ে বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ছিলেন তাদের নির্ভরতার প্রতীক'। তিনি তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল থেকে ফারেগ হয়ে দ্বীনের খিদমতের মানসে নিজ দেশ আলবেনিয়ায় ফিরে আসেন। তাঁর কাছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন শারঈ জ্ঞান অর্জনের জন্য আসত। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রখ্যাত মুহাক্কিক শায়খ শু'আইব আরনাঊত।

**সিরিয়ায় হিজরত :** আলবেনিয়ার কমিউনিস্ট শাসক আহমাদ যূগূ (أحمد زُوغُو)-এর শাসনামলে সেখানে ইসলামের উপর কুঠারাঘাত নেমে আসে। তিনি তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের মতো আলবেনিয়ায় নারীদের বোরকা পরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং দেশকে ইউরোপীয় ধাঁচে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইউরোপীয় টুপি (Hat) পরিধান বাধ্যতামূলক করেন। শায়খ আলবানীর বাবা ঐ সময় স্থানীয় একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক অবস্থার ক্রমঅবনতি লক্ষ্য করে দ্বীন রক্ষার্থে সিরিয়ায় হিজরত করেন। তখন আলবানীর বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর।

**শিক্ষা জীবন :** সিরিয়ায় হিজরতের পর আলবানীকে তাঁর বাবা 'জামঈয়্যাতুল ইস'আফ আল-খায়রী' (দাতব্য এম্বুলেন্স সংস্থা) নামে একটি বেসরকারী মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। প্রাথমিক স্তরের অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় আলবানীর বয়স বেশি হওয়ায় তিনি এক বছরেই ১ম ও ২য় শ্রেণী শেষ করে ৪ বছরে কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ইতিপূর্বে আরবী বর্ণমালা না চিনলেও এ মাদরাসায় তিনি আরবী ভাষা শিখেন। এরপর তাঁর নিয়মতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আর এগোয়নি। এর কারণ সম্পর্কে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

فوالدي رحمه الله كان سيىء الرأي في المدارس الحكومية، وحق له ذلك، لأنها كانت لا تدرس من الشريعة إلا ما هو أقرب إلى الشكل من الحقيقة، ولذلك ما أدخلني مدرسة التجهيز مثلا التي كانت هي الثانوية يومئذ في سوريا.

'সরকারী মাদরাসাগুলোর ব্যাপারে আমার বাবার (রহঃ) ধারণা ছিল খুবই খারাপ। এমন ধারণা থাকাটাও তাঁর জন্য সংগত ছিল। কারণ ঐ মাদরাসাগুলোতে নামকাওয়াস্তে

শরী‘আহ শিক্ষা দেয়া হত। সেজন্য তিনি আমাকে ‘মাদরাসাতুত তাজহীয’-এ ভর্তি করেননি, যেটি সিরিয়ায় সে সময় উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ছিল’।

এর একটা কারণ এটাও হতে পারে যে, বাবা চাইতেন তার সন্তান হানাফী ফিকহে ব্যুৎপত্তি লাভ করুক। কিন্তু সিরিয়ায় তখন হানাফী ফিকহ্ পড়ার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন ভাল ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। সেজন্য তিনি বাড়িতেই তার সন্তানকে তাজবীদ সহ কুরআন মুখস্থ করান। পাশাপাশি নাহু, ছরফ ও হানাফী ফিকহ ‘মুখতাছারুল কুদূরী’ পড়ান। তাছাড়া এ সময় আলবানী মুহাম্মাদ সাঈদ বুরহানী নামে এক হানাফী ছূফী শিক্ষকের নিকট হানাফী ফিকহ্ ‘মারাকিল ফালাহ’, আরবী ব্যাকরণের ‘শুযূরুয যাহাব’ ও বালাগাতের কতিপয় আধুনিক গ্রন্থ পাঠ করেন। পরবর্তীতে তিনি সিরিয়ার প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান মুহাম্মাদ বাহজাতুল বায়তারের (১৮৯৪-১৯৭৬) দরসে উপস্থিত হতেন। তিনি আলেপ্পোর খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ রাগেব আত-তাব্বাখের নিকট থেকে হাদীছের ‘ইজাযাত’ বা সনদ লাভ করেন।

**ইলমে হাদীছের প্রতি মনোনিবেশ :** বাল্যকাল থেকেই পড়ার প্রতি আলবানীর ঝোঁক ছিল প্রবল। এ সময় তিনি আরবী কিচ্ছা-কাহিনী, ইউরোপীয় গোয়েন্দা কাহিনী ও ইতিহাসের বিভিন্ন বই পড়তেন। বাবার সাথে ঘড়ির দোকানে কাজ করার সময় সুযোগ পেলেই তিনি দামেশকের উমাইয়া মসজিদে দরসে বসতেন। এ মসজিদের পশ্চিম গেটের সন্নিকটে আলী মিসরী নামক একজন ব্যক্তির পুরাতন বই ও পত্রিকা বিক্রির দোকান ছিল। তিনি সেখানে প্রায়ই যেতেন এবং পছন্দনীয় বই পড়ার জন্য ধার নিয়ে আসতেন। একদিন খ্যাতনামা মিসরীয় বিদ্বান সাইয়িদ রশীদ রিযা (১৮৬৫-১৯৩৫) সম্পাদিত ‘আল-মানার’ পত্রিকাটি তাঁর গোচরীভূত হয়। সেখানে তিনি ইমাম গাযালীর ‘ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন’ গ্রন্থের উপর একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ দেখতে পান। তিনি পত্রিকাটি নিয়ে গিয়ে গোটা প্রবন্ধটি পড়েন। উক্ত প্রবন্ধে হাফেয যায়নুদ্দীন ইরাকী লিখিত ‘আল-মুগনী আন হামলিল আসফার ফিল আসফার ফী তাখরীজে মা ফিল ইহ্ইয়া মিনাল আখবার’-এর উল্লেখ দেখতে পেয়ে সেটি সংগ্রহের জন্য বাজারের বইয়ের দোকানগুলোতে তাঁর ভাষায় ‘দিশেহারা প্রেমিকের ন্যায়’ (كالعاشق الولهان) ঘুরতে থাকেন। অবশেষে এক দোকানে ৪ খণ্ডে মুদ্রিত পরম কাঙ্খিত গ্রন্থটি পেয়ে যান। কিন্তু কিনতে অপারগ হওয়ায় তিনি বইটি পড়ার জন্য ধার নেন। তিনি গ্রন্থটিকে নকল করে ৩ খণ্ডে দুই হাযার ১২ পৃষ্ঠায় সুবিন্যস্ত করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৭/১৮ বছর। এভাবে সাইয়িদ রশীদ রিযার ঐ প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে তাঁর অন্তরে ছহীহ-যঈফ হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের এক ইলাহী অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। হাদীছের প্রতি সন্তানের অনিঃশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করে পিতা টিপ্পনী কেটে প্রায়শই বলতেন, علم الحديث صنعة المفاليس ‘ইলমে হাদীছ দরিদ্রদের পেশা’।

ক্রমেই হাদীছের প্রতি শায়খ আলবানীর আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি তাঁর জীবিকার জন্য মঙ্গলবার ও শুক্রবার ব্যতীত সপ্তাহের বাকী দিনগুলোতে মাত্র তিন ঘণ্টা ঘড়ি মেরামতে ব্যয় করতেন। বাকী সময় ব্যয় হত জ্ঞান অর্জন ও গ্রন্থ প্রণয়নে। তিনি হাদীছের মুদ্রিত গ্রন্থাবলী ও দুর্লভ পাণ্ডুলিপি অধ্যয়নের জন্য দামেশকের সুপ্রাচীন যাহেরিয়া লাইব্রেরীতে প্রত্যেক দিন ৬/৮ ঘণ্টা নিয়মিত পড়াশুনা করতেন। কখনো কখনো ১২ ঘণ্টা

অবধি চলত নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা। অনেক সময় লাইব্রেরীর সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অধ্যয়নে কেটে যেত। কর্তৃপক্ষ তাঁর পড়ার জন্য লাইব্রেরীর একটি কক্ষ বরাদ্দ করেন এবং সার্বক্ষণিক উপকৃত হওয়ার জন্য লাইব্রেরীর একটি চাবি তাঁকে প্রদান করেন। তিনি ইবনু আবিদ দুনয়ার 'যাম্মুল মালাহী' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির বিনষ্ট হয়ে যাওয়া একটি পৃষ্ঠা উদ্ধারের জন্য উক্ত লাইব্রেরীর প্রায় ১০ হাযার পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করেন।

**দাওয়াত ও সমাজ সংস্কার :** শায়খ আলবানী হাদীছ শাস্ত্রে গবেষণায় নিরত হয়ে সমাজে প্রচলিত বোধ-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজের সাথে ইসলামের অবিমিশ্র ধারার ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করেন। তিনি সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো জেঁকে বসা শিরক-বিদ'আত ও তাকলীদ উৎসাদনের জন্য দাওয়াতী ময়দানে আবির্ভূত হন। তিনি তার পিতা, ভাই, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যদেরকে আকীদা সংশোধন করা, মাযহাবী গোঁড়ামি পরিহার, যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জন ও মৃত সুন্নাত পুনরুজ্জীবিতকরণের দাওয়াত দিতে থাকেন।

তিনি প্রত্যেক মাসে এক সপ্তাহ (পরবর্তীতে মাসে ৩ দিন) দাওয়াতী সফরে সিরিয়ার হিমছ, হামাহ, ইদলিব, রাক্কা, সিলমিয়্যাহ, লাযেকিয়াহ প্রভৃতি শহরে-নগরে বেরিয়ে পড়তেন। এসব সফরের কারণে মানুষের মাঝে সাড়া পড়ে যায়। তারা শিরক-বিদ'আত পরিহার করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে আঁকড়ে ধরতে থাকে। এতে বিদ'আতী, কবরপূজারী, ছূফী ও মুকাল্লিদদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। তারা তাকে 'ওয়াহাবী' বলে অপপ্রচার চালাতে থাকে। এসব অপপ্রচার সত্ত্বেও দাওয়াতের ময়দান থেকে তিনি কখনো নিবৃত্ত হননি।

তিনি বেশ কিছু পরিত্যক্ত সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তাঁর মধ্যে অন্যতম হল- খুতবাতুল হাজাহ-এর প্রচলন, ময়দানে ঈদের ছালাত আদায়, আকীকা ও নবজাতকের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুন্নাত, বিতর সহ ১১ রাক'আত তারাবীহ ছালাত, পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে ছালাতে দাঁড়ানো, সুতরা দেয়া প্রভৃতি।

**দরস-তাদরীস :** ১৯৪৫ সালের পূর্বেই তিনি দামেশকে সপ্তাহে দু'টি দরস প্রদান করা শুরু করেন। হাফেয ইবনুল কাইয়িমের 'যাদুল মা'আদ'-এর মাধ্যমে এ দরসের শুভ সূচনা হয়। আকীদা, ফিকহ, উছূলে ফিকহ, হাদীছ প্রভৃতি বিষয়ের বিভিন্ন গ্রন্থের উপর এখানে দরস চলত। জর্ডানের রাজধানী আম্মানে হিজরত করার পর সেখানেও প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব একটি করে দরস প্রদান করতেন। এসব দরসে ছাত্র, শিক্ষক ও ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত হতেন। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত প্রচার-প্রসারে এর প্রভাব ছিল অনির্বচনীয়।

**মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা :** ইলমে হাদীছে শায়খ আলবানীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন চ্যান্সেলর ও সঊদী গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শায়খ তাঁকে সেখানে শিক্ষকতার আহ্বান জানান। তিনি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৩৮১-১৩৮৩ হিজরী পর্যন্ত 'শায়খুল হাদীছ' হিসাবে সেখানে কর্মরত থাকেন। তাছাড়া ১৩৯৫-৯৮ হিজরীতে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিচালনা পরিষদের সদস্য মনোনীত হন।

**জেল-যুলুম :** শায়খ আলবানী দু'বার কারাগারে অন্তরীণ থাকেন। একবার ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের সময়। আর দ্বিতীয়বার ১৯৬৯ সালে ৬ মাস, দামেশকের যে

কারাগারে ইমাম ইবনু তায়মিয়াকে (৬৬১-৭২৮হিঃ) বন্দী রাখা হয়েছিল সেখানে। এ সময় তিন মাসে তিনি মুনযিরীকৃত সংক্ষিপ্ত ছহীহ মুসলিম তাহকীক করেন এবং টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করেন। ইমাম ইবনু তায়মিয়ার পর তিনিই প্রথম সেখানে জুম‘আ কায়েম করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

**বাদশাহ ফয়ছাল পুরস্কার লাভ :** হাদীছ শাস্ত্রে অসামান্য অবদানের জন্য শায়খ আলবানী ১৪১৯ হিঃ/১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ ফয়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন।

**মৃত্যু ও দাফন :** ১৪০০ হিজরীর ১লা রামাযানে তিনি স্বপরিবারে দামেশক থেকে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে হিজরত করেন। সেখানে নিজ বাসগৃহে তিনি ১৪২০ হিজরীর ২২ জুমাদিউছ ছানী মোতাবেক ১৯৯৯ সালের ২রা অক্টোবর শনিবার মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে ৮৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ঐদিনই বাদ এশা স্থানীয় একটি পুরাতন কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

**মনীষীদের চোখে আলবানী :**

১. সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৯১৩-১৯৯৯) বলেন, لا أعلم تحت قبة الفلك في هذا العصر أعلم من الشيخ ناصر في علم الحديث. ‘আসমানের নিচে এই যুগে শায়খ নাছিরের চেয়ে ইলমে হাদীছে অধিক পণ্ডিত কাউকে আমি জানি না’।

২. শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (১৯২৭-২০০১) বলেন, انه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية. ‘হাদীছের রেওয়ায়াত ও দিরায়াতে তিনি ছিলেন বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী’।

৩. সুনানে নাসাঈর ব্যাখ্যাতা শায়খ মুহাম্মাদ আলী আদম (ইথিওপিয়া) বলেন, وله اليد الطولى في معرفة الحديث تصحيحا وتضعيفا. ‘হাদীছের ছহীহ-যঈফের অবগতির ব্যাপারে তাঁর গভীর মনীষা রয়েছে’।

৪. শায়খ যায়েদ বিন আব্দুল আযীয আল-ফাইয়ায বলেন, He had great concern for the Hadith- its paths of transmission, its reporters and its levels of authenticity or weakness.

**রচনাবলী :** তাঁর রচিত ও তাহকীককৃত গ্রন্থের সংখ্যা সোয়া দুইশ’র বেশি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ’ল- ১. সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহা (৭ খণ্ড) ২. সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যঈফা ওয়াল মাওযূ‘আহ (১৪ খণ্ড) ৩. ইরওয়াউল গালীল (৮ খণ্ড) ৪. ছিফাতু ছালাতিন্নবী (ছাঃ) ৫. ছহীহ ও যঈফ তারগীব ওয়াত তারহীব (৩+২=৫ খণ্ড) ৬. ছহীহ ও যঈফুল জামে আছ-ছাগীর ৭. ছহীহ সুনানে আরবা‘আ ও যঈফ সুনানে আরবা‘আ ৮. তাহকীক মিশকাত (৩ খণ্ড) ৯. আহকামুল জানায়িয ১০. ছালাতুত তারাবীহ ১১. মু‘জামুল হাদীছ আন-নববী (অপ্রকাশিত। ৪০ খণ্ড) ১২. ছহীহ সুনানে আবূ দাঊদ (৯ খণ্ডে বিস্তারিত তাখরীজ সহ)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

# مقدمة

# ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَّالاَهُ.

وَبَعْدُ.

এটি ১৩৯২ হিজরীর বরকতময় রামাযান মাসে কাতারের রাজধানী দোহায় প্রদান করা আমার একটি বক্তৃতা। এর বিরাট উপকারিতা এবং এ রকম বিষয়ে মুসলমানদের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে কতিপয় ভাই আমাকে এটি প্রকাশের প্রস্তাব প্রদান করেন। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এর উপকারিতাকে সার্বজনীন করা এবং উপদেশ ও সময়ের প্রতি খেয়াল করত আমি এটি প্রকাশ করছি। এর মূল আবেদন অনুধাবনে সম্মানিত পাঠকের সহায়ক হিসাবে এতে আমরা কতিপয় বিস্তারিত শিরোনাম সংযোজন করেছি। আল্লাহ্‌র কাছে কামনা করছি, তিনি যেন তাঁর দ্বীনের রক্ষক ও তাঁর শরী'আতের সাহায্যকারীদের মধ্যে আমার নাম লিপিবদ্ধ করেন এবং এ গ্রন্থের জন্য আমাকে প্রতিদান প্রদান করেন। তিনিই তো উত্তম দায়িত্বশীল।

দামেশক<br>
২২শে মুহাররম<br>
১৩৯৪ হিজরী।

# ইসলামে হাদীছের মর্যাদা এবং শুধু কুরআন মানাই যে যথেষ্ট নয় তার বর্ণনা

## (منزلة السنة في الإسلام وبيانُ أنه لا يُسْتَغْنَى عنها بالقرآن)

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّه، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (آل عمران : ١٠٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً (النساء : ١) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيْماً (الأحزاب : ٧٠-٧١)

أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ. وَبَعْدُ:

আমার প্রবল ধারণা, আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে বিশেষ করে যেখানে খ্যাতিমান আলেম-ওলামা ও সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ রয়েছেন, সেখানে আমি এমন কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করতে সক্ষম হব না, যে বিষয়ে তাঁরা পূর্বে অবগত নন। যদি আমার ধারণা সঠিক হয় তাহলে আজকের এ বক্তব্য প্রদানের দ্বারা উপদেশ দানকারী ও আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর অনুসরণকারী হওয়াই আমার জন্য যথেষ্ট হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ. 'তুমি উপদেশ দিতে থাক। কারণ উপদেশ মুমিনদেরই উপকারে আসে' *(যারিয়াত ৫৫)*

মহিমান্বিত রামাযান মাসের এই বরকতময় রজনীতে আমার বক্তব্য এর ফযীলত ও বিধি-বিধান বর্ণনা এবং তারাবীহ ছালাতের ফযীলত বা এ জাতীয় কোন বিষয়ে হবে না, বক্তা ও দাঈগণ সাধারণত যেসব বিষয়ে এ মাসে ওয়ায করে থাকেন। আর তা ছায়েমের (রোযাদার) জন্য উপকারী বিবেচিত হয় এবং তাদের জন্য কল্যাণ ও বরকত বয়ে নিয়ে আসে। বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়কে আমার আলোচনার

বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছি। কেননা সেটি উজ্জ্বল শরী'আতের অন্যতম একটি উৎস। আর তা হল- ইসলামী শরী'আতে হাদীছের গুরুত্ব বর্ণনা।

**কুরআনের সাথে হাদীছের সম্পর্ক (وظيفة السنة مع القرآن) :**

আপনারা সবাই অবগত আছেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তাঁর নবুঅত ও রিসালাতের জন্য মনোনীত করত তাঁর উপর কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছিলেন এবং তাতে তাঁকে অন্যান্য আদিষ্ট বিষয়ের সাথে মানুষের কাছে কুরআন ব্যাখ্যা করার নির্দেশও দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. 'আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল' *(নাহল ৪৪)*।

আমার মতে, এই আয়াতে কারীমায় উল্লিখিত البيان বা বর্ণনা দু'ধরনের বর্ণনাকে শামিল করে :

**প্রথম :** কুরআনের শব্দ বর্ণনা করা (بيان اللفظ ونظمه)। আর তা হচ্ছে- কুরআন মাজীদ প্রচার করা, তা গোপন না করা এবং মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হৃদয়ে যেভাবে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন ঠিক সেভাবেই উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া। আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য- يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ. 'হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর' *(মায়েদা ৬৭)*। আয়েশা (রাঃ) এক হাদীছে বলেছেন, وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، وَاللهُ يَقُوْلُ : يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. 'রাসূল (ছাঃ) কুরআনের কিছু অংশ গোপন করেছেন- কেউ যদি এমন ধারণা পোষণ করে, তাহলে সে আল্লাহ্‌র ওপর মস্তবড় অপবাদ আরোপ করল। অথচ আল্লাহ বলছেন, 'হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর; যদি না কর তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না' *(মায়েদা ৬৭)*।[২] মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ

---

২. বুখারী, হাদীছ নং ৪৮৫৫, ৪৬১২ 'তাফসীর' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭; মুসলিম, হাদীছ নং ১৭৭, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭।

الْآيَةَ : وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ. 'মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার কোন কিছু যদি তিনি গোপন করতেন তাহলে এ আয়াতটি গোপন করতেন- 'স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে (যায়েদ বিন হারেছা) অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর'। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত' *(আহযাব ৩৭)*।[৩]

**দ্বিতীয় :** কুরআন মাজীদের যে শব্দ, বাক্য বা আয়াতের ব্যাখ্যার প্রয়োজন মুসলিম উম্মাহ অনুভব করে তা ব্যাখ্যা করা। মুজমাল (সংক্ষিপ্ত), আম (ব্যাপক) ও মুতলাক (শর্তহীন) আয়াতসমূহের ক্ষেত্রে সাধারণত এমনটা বেশি প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে হাদীছ মুজমালকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে, আমকে খাছ (নির্দিষ্ট) করে এবং মুতলাককে মুকাইয়াদ (শর্তযুক্ত) করে। এটা যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা দ্বারা হয়ে থাকে, তেমনি তাঁর কাজ ও অনুমোদন দ্বারাও হয়ে থাকে।

### কুরআন বুঝার জন্য হাদীছের প্রয়োজনীয়তা ও তার কতিপয় উদাহরণ (ضرورة السنة لفهم القرآن وأمثلة على ذلك) :

আল্লাহ্‌র বাণী- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا 'পুরুষ চোর এবং নারী, তাদের হাত কেটে দাও' *(মায়েদা ৩৮)* এর যথার্থ উদাহরণ। কেননা এ আয়াতে হাতের ন্যায় চোর শব্দও মুতলাক বা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কওলী হাদীছ চোরের ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং যে চোর এক চতুর্থাংশ দীনার চুরি করে তার সাথে মুকাইয়াদ বা শর্তযুক্ত করেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا. 'এক দীনারের এক চতুর্থাংশ বা তার বেশি চুরি না করলে চোরের হাত কাটা যাবে না'।[৪] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কর্ম বা তাঁর ছাহাবীগণের কর্ম ও উহার প্রতি তাঁর স্বীকৃতি প্রদানমূলক হাদীছ চোরের হাত

৩. মুসলিম, হাদীছ নং ১৭৭, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭।

৪. ইবনু হিব্বান, হাদীছ নং ৪৪৬৫, 'চুরির শাস্তি' অনুচ্ছেদ; বুখারী, হাদীছ নং ৬৭৮৯, 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩; মুসলিম, হাদীছ নং ১৬৮৪, 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত, হাদীছ নং ৩৫৯০, 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়, 'চোরের হাত কাটার বিধান' অনুচ্ছেদ।

কতটুকু কাটতে হবে তা ব্যাখ্যা করেছে। কারণ ছাহাবীগণ চোরের হাতের কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেলতেন। হাদীছের গ্রন্থাবলীতে যার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

فَامْسَحُواْ بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ. 'তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডলে ও হাতে মাসেহ করবে' *(মায়েদা ৬)*। তায়াম্মুম সম্পর্কিত এ আয়াতে উল্লিখিত হাত সম্পর্কে কওলী হাদীছ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, তা হল হাতের তালু। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ 'তায়াম্মুম হল মুখমণ্ডল ও দুই হাতের তালুর জন্য একবার মাটিতে হাত মারা'।[৫]

নিম্নে আপনাদের জন্য আরো এমন কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা হচ্ছে, হাদীছ ছাড়া যেগুলোর সঠিক মর্ম অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

১. আল্লাহ্‌র বাণী : اَلَّذِيْنَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ. 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত' *(আন'আম ৮২)*। আল্লাহ তা'আলার বাণী بِظُلْمٍ দ্বারা ছাহাবায়ে কেরাম সাধারণভাবে সকল প্রকার যুলুম বুঝেছিলেন। সেটা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। এজন্য এ আয়াতটির মর্ম তাদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকলে তারা বলেছিলেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার নফসের উপর যুলুম করে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ: يٰبُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ. 'তোমরা যে যুলুমের কথা ভাবছ সেটা উদ্দেশ্য নয়। বরং ওটা হচ্ছে শিরক। তোমরা কি লুকমান তার সন্তানকে যে কথা উপদেশ দিয়ে বলেছে তা শুননি : 'হে বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে শিরক কর না। নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম' *(লুকমান ১৩)*।[৬]

২. আল্লাহ্‌র বাণী : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا. 'তোমরা যখন যমীনে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে

---

৫. আহমাদ, হাদীছ নং ১৮৩৪৫; বুখারী, হাদীছ নং ৩৪৭, 'তায়াম্মুম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮; মুসলিম, হাদীছ নং ৩৬৮, 'হায়েয' অধ্যায়, 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহা, হাদীছ নং ৬৯৪।

৬. বুখারী, হাদীছ নং ৪৬২৯, 'তাফসীর' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩, হাদীছ নং ৩৪২৯, 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪১; হাদীছ নং ৬৯১৮ 'আল্লাহদ্রোহী ও ধর্ম ত্যাগীদেরকে তওবার প্রতি আহ্বান ও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মুসলিম, হাদীছ নং ১২৪, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬।

ছালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই' *(নিসা ১০১)*। এই আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সফরে ছালাত কছর বা সংক্ষিপ্ত করার শর্ত হচ্ছে শত্রুভীতি। এজন্য কতিপয় ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিরাপদ অবস্থায় ছালাত কছর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ. 'এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ছাদাকা বা দান। সুতরাং তোমরা তার দান গ্রহণ কর'।[৭]

৩. মহান আল্লাহ্‌র বাণী : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু ও রক্ত' *(মায়েদা ৩)*। কওলী হাদীছ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, মৃত ফড়িং ও মাছ এবং কলিজা ও প্লীহার রক্ত হালাল। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ : فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوْتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ. 'দু'প্রকারের মৃত জন্তু এবং দু'প্রকারের রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। মৃত জন্তু দু'টি হল ফড়িং ও মাছ। আর দু'প্রকারের রক্ত হল কলিজা ও প্লীহা'। ইমাম বায়হাকী ও অন্যরা মারফূ ও মাওকূফ উভয় সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। মাওকূফ হাদীছের সনদটি ছহীহ এবং এটা মারফূর হুকুমে।[৮] কেননা নিজস্ব মতের আলোকে এমনটি বলা যায় না।

৪. আল্লাহ্‌র বাণী : قُلْ لاَّ أَجِدُ فِيْ مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوْحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ. 'বল, আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তাতে, লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না, মৃত, বহমান রক্ত ও শূকরের গোশত ব্যতীত। কেননা এগুলি অবশ্যই অপবিত্র অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে' *(আন'আম ১৪৫)*। অতঃপর এই আয়াতে উল্লেখ নেই এমন কিছু বিষয় হাদীছ হারাম সাব্যস্ত করেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ. 'তীক্ষ্ণ দাঁতওয়ালা প্রত্যেক হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম'।[৯] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. وَعَنْ كُلِّ ذِيْ

---

৭. মুসলিম, হাদীছ নং ৬৮৬, 'মুসাফিরের ছালাত ও তা কছর করা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১।

৮. ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং ৩৩১৪, 'খাদ্য' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩১; বায়হাকী, হাদীছ নং ১১২৮, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬৭; মিশকাত, হাদীছ নং ৪১৩২, 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়, 'যে সকল প্রাণী খাওয়া হালাল ও যা হারাম' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহা, হাদীছ নং ১১১৮।

৯. মুসলিম, হাদীছ নং ১৯৩৩, 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩; মিশকাত, হাদীছ নং ৪১০৪, 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়, 'যে সকল প্রাণী খাওয়া হালাল ও যা হারাম' অনুচ্ছেদ।

مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক তীক্ষ্ণ দাঁতওয়ালা হিংস্র জন্তু এবং ধারালো নখ বিশিষ্ট পাখি খেতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।[১০] এ জাতীয় বস্তু হারাম হওয়া সম্পর্কে আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন খায়বারের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। কেননা ওটা অপবিত্র'।[১১]

৫. মহান আল্লাহ্‌র বাণী : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ 'বল, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে'? *(আ'রাফ ৩২)*। হাদীছই বর্ণনা করেছে যে, কিছু শোভার বস্তু হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি তাঁর ছাহাবীদের নিকট আসলেন। তখন তার এক হাতে রেশম ও অন্য হাতে স্বর্ণ ছিল। তিনি (ছাঃ) বললেন, إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِىْ، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ 'এ দু'টো জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম, কিন্তু মহিলাদের জন্য হালাল'।[১২]

এ মর্মে ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে অনেক হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। হাদীছ ও ফিকহে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট এ জাতীয় অনেক পরিচিত উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে।

ভ্রাতৃবর্গ! পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমাদের নিকট ইসলামী শরী'আতে হাদীছের গুরুত্ব প্রতিভাত হল। আমরা যেসব উদাহরণ উল্লেখ করিনি সেগুলো ব্যতীত শুধু উল্লিখিত উদাহরণগুলোর প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে নিশ্চিত হব যে, হাদীছ ছাড়া সঠিকভাবে কুরআন বুঝার কোন উপায় নেই।

**প্রথম উদাহরণে** ছাহাবায়ে কেরাম আয়াতে উল্লিখিত ظلم শব্দের প্রকাশ্য অর্থ বুঝেছিলেন। অথচ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর ভাষ্য অনুযায়ী তাঁরা ছিলেন, أفضل

---

১০. মুসলিম, হাদীছ নং ১৯৩৪, 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩; মিশকাত, হাদীছ নং ৪১০৫ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়, 'যে সকল প্রাণী খাওয়া হালাল ও যা হারাম' অনুচ্ছেদ।

১১. বুখারী, হাদীছ নং ৫৫২৮ 'যবেহ ও শিকার' অধ্যায়, 'গৃহপালিত গাধার গোশত' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হাদীছ নং ১৯৪০, 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫।

১২. ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং ৩৫৯৫, 'পোষাক-পরিচ্ছদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৯; সিলসিলা ছহীহা, হাদীছ নং ৩৩৭, হাদীছটি ছহীহ।

هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. 'এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সবচেয়ে নিষ্কলুষ অন্তরের অধিকারী, গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং কম ভানকারী'। এতদসত্ত্বেও তারা ظلم শব্দের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করেছিলেন। যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে তাদের ভুল থেকে নিবৃত্ত না করতেন এবং বুঝিয়ে না দিতেন যে, আয়াতে উল্লিখিত ظلم দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য, তাহলে আমরাও তাদের ভুলের অনুসরণ করতাম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকনির্দেশনা ও হাদীছ দ্বারা আমাদেরকে এথেকে রক্ষা করেছেন।

**দ্বিতীয় উদাহরণে** উল্লিখিত হাদীছ যদি না থাকত তাহলে আয়াতের প্রকাশ্য ভাব অনুযায়ী শত্রুভীতির শর্ত আরোপ না করলেও অন্তত নিরাপদ অবস্থায় সফরে ছালাত কছর করার ব্যাপারে আমরা সন্দিগ্ধ থেকে যেতাম, যেমনটি কিছু ছাহাবী বুঝেছিলেন। যদি ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সফর অবস্থায় ছালাত কছর করতে না দেখতেন, তাহলে তারাও কছর করতেন না। আর তারা নিরাপদ অবস্থায় সফরে তাঁর সাথে ছালাত কছর করতেন।

**তৃতীয় উদাহরণে** উল্লিখিত হাদীছ যদি না থাকত তাহলে আমাদের জন্য হালালকৃত কিছু পবিত্র বস্তুকে আমরা হারাম সাব্যস্ত করতাম। যেমন : ফড়িং, মাছ, কলিজা ও প্লীহা।

**চতুর্থ উদাহরণে** উল্লিখিত কতিপয় হাদীছ যদি না থাকত তাহলে আল্লাহ তাঁর নবী (ছাঃ)-এর যবানে আমাদের জন্য যেসব বস্তু হারাম করেছেন, সেগুলোকে আমরা হালাল গণ্য করতাম। যেমন : হিংস্র জন্তু ও ধারালো নখ বিশিষ্ট পাখি।

অনুরূপভাবে **পঞ্চম উদাহরণে** উল্লিখিত হাদীছগুলো যদি বিদ্যমান না থাকত তাহলে আল্লাহ তাঁর নবীর যবানে যেসব বিষয় হারাম সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোকে আমরা হালাল মনে করতাম। যেমন : স্বর্ণ ও রেশম। এজন্য কতিপয় পূর্বসূরী বিদ্বান বলেছেন, السنة تقضى علي الكتاب. 'হাদীছ কুরআনের উপর ফয়ছালা করে'।

### আহলে কুরআনের ভ্রষ্টতা (ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة) :

দুঃখজনক যে, কতিপয় আধুনিক মুফাসসির ও লেখক শুধু কুরআনের উপর নির্ভর করে শেষ দু'টি উদাহরণে উল্লিখিত হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করা এবং স্বর্ণ ও রেশম পরিধান করা জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। এমনকি বর্তমান যুগে 'আহলে কুরআন' নামধারী একটি গোষ্ঠীর অস্তিত্বও পরিলক্ষিত হচ্ছে, যারা ছহীহ হাদীছের সহযোগিতা ছাড়াই কুরআন মাজীদের কপোলকল্পিত ও মস্তিষ্কপ্রসূত তাফসীর করছে। তাদের নিকট হাদীছ তাদের খেয়াল-খুশির অনুগামী। যেসব হাদীছ তাদের

মতের অনুকূলে সেগুলোকে তারা আঁকড়ে ধরে এবং যেগুলো তাদের মতের বিরোধী সেগুলোকে তারা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। সম্ভবত এদের দিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছহীহ হাদীছে ইঙ্গিত দিয়েছেন, لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ، يَأْتِيْهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِىْ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُوْلُ: لاَ أَدْرِىْ! مَا وَجَدْنَا فِىْ كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ. 'আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না দেখি যে, সে তার গদীতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার কাছে আমার কোন আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা আসলে সে বলবে যে, আমি এসব কিছু জানি না। যা আল্লাহ্‌র কিতাবে পাব, তারই আমরা অনুসরণ করব'।[১৩] আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, أَلاَ إِنِّىْ أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. 'জেনে রাখ! আমি কুরআন ও তার মতো আরেকটি বস্তু (হাদীছ) প্রাপ্ত হয়েছি'।[১৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ. 'আমরা এতে যা হারাম পেয়েছি তাকে হারাম বলে জানি। সাবধান! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুর ন্যায়'।[১৫]

আরো দুঃখজনক হল, জনৈক সম্মানিত লেখক ইসলামী শরী'আহ ও তার আকীদা বিষয়ে একটি বই লিখেছেন। তিনি এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, এই বইটি লেখার সময় তার কাছে কুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ ছিল না।

উল্লিখিত ছহীহ হাদীছটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, শুধু কুরআনই ইসলামী শরী'আত নয়; বরং কুরআন ও হাদীছ উভয়ই শরী'আত। যে ব্যক্তি এ দু'টির একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে আঁকড়ে ধরে, সে যেন এর একটিকেও আঁকড়ে ধরে না। কেননা কুরআন ও হাদীছ উভয়ই উভয়কে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ প্রদান করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. 'যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল' *(নিসা ৮০)*। فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا

---

১৩. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৬৬৩, 'ইলম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০; আবূ দাঊদ, হাদীছ নং ৪৬০৫, 'সুন্নাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬; ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং ১৩, অনুচ্ছেদ-২, হাদীছটি ছহীহ।

১৪. আবূ দাঊদ, হাদীছ নং ৪৬০৪, 'সুন্নাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬; মিশকাত, হাদীছ নং ১৬৩, 'ঈমান' অধ্যায়, 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, হাদীছটি ছহীহ।

১৫. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৬৬৪ 'ইলম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০; ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং ১২, অনুচ্ছেদ-২, হাদীছটি ছহীহ ।

تَسْلِيْمًا. 'তোমার প্রভুর শপথ! তারা কখনোই মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয় সমূহে তোমাকেই একমাত্র সমাধানকারী হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালা সম্পর্কে তারা তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ পোষণ না করবে এবং অবনতচিত্তে তা গ্রহণ না করবে' *(নিসা ৬৫)*। وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا. 'কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে (ভিন্নমত পোষণের) কোনরূপ এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, সে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত হল' *(আহযাব ৩৬)*। وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا. 'রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তা গ্রহণ কর এবং যাথেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৭)*।

এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর একটি ঘটনা আমাকে বিস্মিত করে। ঘটনাটি হচ্ছে- একদা (বনু আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব নামে) এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বলল, আপনি নাকি সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে যেসব নারী অপরের অঙ্গে উল্কি অংকন করে এবং নিজের অঙ্গেও করায়, যারা ভ্রূ উপড়িয়ে ফেলে এবং যেসব নারী দাঁত সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক করে, যা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বদলে দেয় তাদের প্রতি লা'নত করেছেন। জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাদের প্রতি লা'নত করেছেন আমি তাদের প্রতি কেন লা'নত করব না?। এমতাবস্থায় তা কুরআনে বিদ্যমান আছে। মহিলা বলল, لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. 'আমি সমগ্র কুরআন পড়েছি। (কিন্তু তুমি যা বলছ তাতে) আমি তা পাইনি। তখন ইবনু মাস'উদ (রাঃ) মহিলাকে বললেন, لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ. قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا. 'যদি আপনি কুরআন পড়তেন, তাহলে অবশ্যই তা পেতেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তা গ্রহণ কর এবং যাথেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক'। ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. 'সৌন্দর্যের জন্য উল্কি অঙ্কনকারী ও উল্কি গ্রহণকারী, ভ্রূ

উত্তোলনকারী নারী এবং দাঁত সরু করে মাঝে ফাঁক সৃষ্টিকারী নারী, যা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বদলে দেয়, তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হোক'।[১৬]

**কুরআন বুঝার জন্য আরবী ভাষা জানাই যথেষ্ট নয় (عدم كفاية اللغة لفهم القرآن) :**

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, কোন ব্যক্তি যত বড় আরবী ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক হোক না কেন হাদীছের সহযোগিতা ছাড়া তার পক্ষে কুরআনুল কারীম বুঝার কোন সুযোগই নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের চেয়ে আরবী ভাষায় অধিক পণ্ডিত কেউ হতে পারবে না, যাদের ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছিল। আর তখনও অশুদ্ধতা, কথ্য ভাষা ও ভুল-ভ্রান্তি আরবী ভাষাকে কলুষিত করেনি। এতদসত্ত্বেও শুধুমাত্র তাদের ভাষার ওপর নির্ভর করার কারণে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ বুঝতে তারা ভুল করেছিল। এজন্য এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন ব্যক্তি হাদীছ সম্পর্কে যত বেশি পাণ্ডিত্য অর্জন করবে, সে হাদীছে অজ্ঞ ব্যক্তির চেয়ে কুরআন বুঝা ও তাথেকে মাসআলা ইস্তিম্বাতের অধিকতর যোগ্য বিবেচিত হবে। তাহলে যে হাদীছের ধার ধারে না এবং তার দিকে কার্যত ভ্রূক্ষেপই করে না তার চেয়ে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কি হবে, যে হাদীছের জ্ঞান রাখে?

এজন্য ওলামায়ে কেরামের নিকট সর্বজনবিদিত নিয়ম হল, কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা করতে হবে।[১৭] অতঃপর ছাহাবীদের মতামত দ্বারা...।

এখেকে প্রাচীন ও আধুনিক যুক্তিবাদীদের পথভ্রষ্টতা এবং আহকাম ছাড়াও সালাফে ছালেহীনের আকীদার ব্যাপারে তাদের বিরোধিতার মূল কারণ আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হল। আর তা হল হাদীছ ও হাদীছের জ্ঞান থেকে তাদের দূরে সরে যাওয়া এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলী সংক্রান্ত ও অন্যান্য আয়াতসমূহে তাদের বিবেক-বুদ্ধি ও খেয়াল-খুশি অনুযায়ী ফায়ছলা করা। (ইবনু আবিল ইয্য হানাফী কৃত) 'শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ' *(৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২১২)* গ্রন্থে কত সুন্দরই না বলা হয়েছে-

وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله، لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة

---

১৬. বুখারী, হাদীছ নং ৪৮৮৬, 'তাফসীর' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪, হাদীছ নং ৫৯৩৯, ৫৯৪৩, 'পোষাক' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৪ ও ৮৫; মুসলিম, হাদীছ নং ২১২৫, 'পোষাক ও সাজসজ্জা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৩।

১৭. অনেক আলেমের নিকট যেমনটা প্রচলিত আছে আমরা তেমনটা বলছি না যে, কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআন দ্বারাই করতে হবে। আর কুরআনে না পাওয়া গেলে তবেই হাদীছ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হবে। এই পুস্তিকার শেষে মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-এর হাদীছের ওপর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

والتابعون لهم بإحسان، المنقول إلينا عن الثقات الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه. ومن يتكلم برأيه وبما يظنه دين الله، ولم يتلقَّ ذلك من الكتاب فهو مأثوم (!) وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره.

'যে কুরআন ও হাদীছ ব্যতীত কোন ব্যক্তির মত থেকে দ্বীন গ্রহণ করে, সে কিভাবে দ্বীনের মূলনীতির ব্যাপারে কথা বলবে? যদি সে ধারণা করে যে, সে কুরআন থেকে দ্বীন গ্রহণ করে তাহলে সে হাদীছ থেকে কুরআনের তাফসীর গ্রহণ করে না এবং হাদীছ, ছাহাবী ও তাবেঈগণের মতামতের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। যা আমাদের নিকট ঐ সকল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, যাদেরকে সমালোচকরা নির্বাচন করেছেন। কারণ তারা শুধু কুরআনের শব্দই বর্ণনা করেননি; বরং উহার শব্দ ও অর্থ উভয়ই বর্ণনা করেছেন। আর বাচ্চারা যেভাবে কুরআন শিখে তারা সেভাবে কুরআন শিখতেন না; বরং তারা অর্থসহ কুরআন শিখতেন। কাজেই যে তাদের পদাংক অনুসরণ করে না সে তার নিজস্ব মতের আলোকে কথা বলে। আর যে নিজের মত অনুযায়ী কথা বলে এবং কুরআন থেকে গৃহীত নয় এমন বিষয়কে দ্বীন মনে করে, সে পাপী। যদিও সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে। আর যে কুরআন ও হাদীছ থেকে দ্বীন গ্রহণ করে, সে ভুল করলেও ছওয়াব পাবে। তবে এরূপ ব্যক্তি যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে তাহলে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে'।

অতঃপর ইবনু আবিল ইয্য হানাফী বলেন,

فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد المُرسِل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل.

'সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর নির্দেশ পালন করা এবং যুক্তির দোহাই পেড়ে ভ্রান্ত কল্পনাবশত হাদীছের বিরোধিতা না করে বা তাতে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি না করে বা ব্যক্তির মতামত ও তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত

ব্যাখ্যাকে হাদীছের ওপর প্রাধান্য না দিয়ে তাঁর হাদীছকে গ্রহণ করা এবং সত্য বলে বিশ্বাস করা আবশ্যক। বিচার-ফায়ছালা, আনুগত্য ও অনুসরণ-অনুকরণের ক্ষেত্রে আমরা তাঁকে (ছাঃ) এক গণ্য করব, যেমনভাবে নবী প্রেরণকারী মহান আল্লাহ্কে ইবাদত, বিনয়-নম্রতা, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা ও তাঁর উপর ভরসা করার ক্ষেত্রে একক-অদ্বিতীয় গণ্য করব'*(পৃঃ ২১৭)*।

তিনি আরো বলেন,

وجملة القول : أن الواجب على المسلمين جميعا أن لا يفرقوا بين القرآن والسنة، من حيث وجوب الأخذ بهما كليهما، وإقامة التشريع عليهما معا، فإن هذا هو الضمان لهم أن لا يميلوا يمينا ويسارا، وأن لا يرجعوا القهقرى ضلالا، كما أفصح عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما : كتاب الله، وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض.

'মোদ্দাকথা, গ্রহণ ও বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীছের মধ্যে পার্থক্য না করা সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব। কারণ ডানে-বামে ঝুঁকে পড়া এবং পথভ্রষ্ট হয়ে পশ্চাৎগামী হওয়া থেকে এটাই তাদের রক্ষাকবচ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ বিষয়টি তার এ বাণীর দ্বারা স্পষ্ট করেছেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوْا مَــا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّتِيْ، وَلَنْ يَّتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَــيَّ الْحَــوْضَ. 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। বস্তু দু'টি হচ্ছে- আল্লাহ্র কিতাব ও আমার সুন্নাত। আর আমার নিকট হাওযে কাওছারে পৌঁছার পূর্বে এ দু'টি কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না'।[১৮]

**একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কীকরণ (تنبيه هام) :**

এরপর আমার স্বতঃস্ফূর্ত বক্তব্য হল- ইসলামী শরী'আতে হাদীছের এরূপ গুরুত্ব ঐ হাদীছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা মুহাদ্দিছদের নিকট গবেষণার ভিত্তিতে ছহীহ সনদে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত। তাফসীর, ফিকহ, তারগীব (উৎসাহ প্রদান), তারহীব (ভীতি প্রদর্শন), মনগলানো উপদেশ, নছীহত প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতে যে

১৮. মুওয়াত্তা মালেক, হাদীছ নং ৩৩৩৮, 'আল-জামে' অধ্যায়, 'তাকদীরের বিষয়ে বিতর্ক করা নিষেধ' অনুচ্ছেদ; হাকেম, হাদীছ নং ৩১৯ 'ইলম' অধ্যায়; মিশকাত, হাদীছ নং ১৮৬, 'ঈমান' অধ্যায়, সনদ হাসান।

হাদীছগুলো রয়েছে (ঢালাওভাবে) সেগুলো নয়। কেননা এ সকল গ্রন্থে অনেক যঈফ ও জাল হাদীছ রয়েছে। এসব গ্রন্থে এমন কিছু হাদীছও রয়েছে, যেগুলোর সাথে ইসলামের কোন সম্পৃক্ততা নেই। যেমন : হারূত, মারূত ও সুন্দরী যুবতীর কাহিনী। এ ঘটনা নাকচকরণে আমার একটি প্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে।[১৯] আমার বিশাল বই 'সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যঈফা ওয়াল মাওযূ'আহ ওয়া আছারুহাস সাইয়ি ফিল উম্মাহ' (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة) গ্রন্থে আমি এ জাতীয় অনেক হাদীছ তাখরীজ (সংকলন) করেছি। এগুলোর মধ্যে কিছু হাদীছ যঈফ ও কিছু জাল।

বিদ্বানগণ বিশেষ করে যারা মানুষের নিকট তাদের ফিকহ ও ফাতাওয়া প্রচার-প্রসার করেন, তারা হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করার দুঃসাহস দেখাবেন না। কারণ যেসব ফিকহের গ্রন্থাবলীকে তারা সাধারণত উৎস হিসাবে ব্যবহার করেন, সেগুলো যঈফ, জাল ও ভিত্তিহীন হাদীছে পরিপূর্ণ। ওলামায়ে কেরামের নিকট এটা সুবিদিত।

আমার দৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প আমি শুরু করেছিলাম। ফিকহ চর্চাকারীদের জন্য তা অত্যন্ত উপকারী। আমি সেই গ্রন্থের নাম রেখেছি 'আল-আহাদীছ আয-যঈফা ওয়াল মাওযূ'আহ ফী উম্মাহাতিল কুতুব আল-ফিকহিয়্যাহ' (الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية)। ফিকহের উৎস গ্রন্থসমূহ দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল-

১. মারগিনানী রচিত হানাফী ফিকহ গ্রন্থ 'আল-হেদায়া' (الهداية)।
২. ইবনুল কাসেম রচিত মালেকী ফিকহ গ্রন্থ 'আল-মুদাওয়ানাহ' (المدونة)।
৩. রাফেঈ রচিত শাফেঈ ফিকহ গ্রন্থ 'শারহুল ওয়াজীয' (شرح الوجيز)।
৪. ইবনু কুদামা রচিত হাম্বলী ফিকহ গ্রন্থ 'আল-মুগনী' (المغني)।
৫. ইবনু রুশদ আল-আন্দালুসী রচিত তুলনামূলক ফিকহ গ্রন্থ 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' (بداية المجتهد)।

কিন্তু দুঃখজনক হল, এ গ্রন্থটি সমাপ্ত করার সুযোগ আমার হয়নি। কারণ 'আল-ওয়াঈ আল-ইসলামী'(الوعي الإسلامي) নামে যে কুয়েতী পত্রিকাটি এটা ছাপানোর অঙ্গীকার করেছিল এবং এ প্রকল্পকে স্বাগত জানিয়েছিল, এটা পাওয়ার পর তারা আর তা ছাপেনি।

---

১৯. উক্ত গ্রন্থটির নাম 'নাছাবুল মাজানীক ফী নাসফি কিছছাতিল গারানীক'। প্রকাশক : আল-মাকতাবুল ইসলামী।

যেহেতু আমার ঐ প্রকল্প ভেস্তে গেছে, সেহেতু ইনশাআল্লাহ অন্য কোন উপলক্ষ্যে আমার ফিকহ চর্চাকারী ভাইদের জন্য এমন এক সূক্ষ্ম গবেষণা পদ্ধতি উদ্ভাবনের তৌফীক লাভ করব, যা তাদেরকে সহযোগিতা করবে এবং হাদীছের যে সকল উৎস গ্রন্থের দিকে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে হাদীছের মান জানা যায় তা তাদের জন্য সহজ করে দিবে। এবং আমি তাদের জন্য ঐ সকল গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলী ও সেগুলোর মধ্যে কোনগুলোর উপর নির্ভর করা যায় তাও বর্ণনা করব। আল্লাহই উত্তম তৌফীক দাতা।

**ইজতিহাদ সম্পর্কিত মু'আয (রাঃ)-এর হাদীছের দুর্বলতা ও তার মন্দ দিক (ضعف حديث معاذ فى الرأى وما يُستَنكر منه) :**

আমার আজকের বক্তব্য শেষ করার পূর্বে একটি প্রসিদ্ধ হাদীছের দিকে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা অতীব যরূরী মনে করছি। উছূলে ফিকহের প্রায় সকল গ্রন্থেই এ হাদীছটি উল্লিখিত আছে। কারণ সনদের দিক থেকে হাদীছটি দুর্বল এবং ইসলামী শরী'আতে কুরআন ও হাদীছের মধ্যে পার্থক্য করা জায়েয নয় ও দু'টিকে এক সাথে আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব মর্মে আমাদের আজকের বক্তব্যে উপনীত সিদ্ধান্তের বিরোধী। আর সেটা হচ্ছে মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-এর হাদীছ। তাঁকে ইয়েমেনে প্রেরণকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, بِمَ تَحْكُمُ؟ قَالَ : بِكِتَابِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ : بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِى وَلاَ آلُوْ. قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ، لِمَا يُحِبُّ رَسُوْلُ اللهِ- 'তুমি কি দিয়ে বিচার করবে'? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কিতাব তথা কুরআন দ্বারা। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তাতে না পাও? তিনি বললেন, রাসূলের হাদীছ দ্বারা। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তাতেও না পাও? তিনি বললেন, আমি আমার বিবেক দ্বারা ইজতিহাদ করব এবং ক্রুটি করব না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র রাসূল যা পছন্দ করেন তা তাঁর প্রেরিত দূতকে যে আল্লাহ করার তৌফীক দিয়েছেন তার জন্য যাবতীয় প্রশংসা'।[২০]

এ হাদীছের সনদের দুর্বলতা বর্ণনা করার অবকাশ এখন নেই। 'সিলসিলা যঈফা'য় এর কারণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এখন আমার জন্য আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। তিনি উক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলেছেন, حديث منكر 'হাদীছটি মুনকার'।

---

২০. আবূদাঊদ, হাদীছ নং ৩৫৯২, 'বিচার' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১; তিরমিযী, হাদীছ নং ১৩২৭, 'বিধি-বিধান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩; মিশকাত, হাদীছ নং ৩৭৩৭, 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২; সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যঈফা ওয়াল মাওযূ'আহ, হাদীছ নং ৮৮১।

এরপর যে দ্বন্দ্বের দিকে আমি ইঙ্গিত করেছি তা বর্ণনা করা আমার জন্য সঙ্গত হবে। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হল-মু‘আযের এই হাদীছটি বিচার-ফায়ছালার ক্ষেত্রে বিচারকের অনুসৃত পদ্ধতির ব্যাপারে তিনটি স্তর প্রবর্তন করে। কুরআনে না পাওয়া পর্যন্ত হাদীছে রায় অনুসন্ধান করা এবং হাদীছে না পাওয়া পর্যন্ত ইজতিহাদের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিচারকের জন্য বৈধ নয়। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সকল আলেমের নিকট এটা একটা সঠিক মানহাজ বা পদ্ধতি। তারা এও বলেছেন, إذا ورد الأثر بطل النظر ‘হাদীছ পাওয়া গেলে যুক্তি বাতিল’। কিন্তু সুন্নাহ্‌র ক্ষেত্রে এটি সঠিক নয়। কারণ হাদীছ আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর ফায়ছালা প্রদানকারী এবং তার ব্যাখ্যাকারী। তাই কুরআনে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও হাদীছে বিধান তালাশ করা আবশ্যক। কারণ কুরআনের সাথে হাদীছের সম্পর্ক, হাদীছের সাথে ইজতিহাদের মতো কস্মিনকালেও নয় (فليست السنة مع القرآن، كالرأى مع السنة، كلا ثم كلا)। বরং কুরআন ও হাদীছকে এক উৎস গণ্য করা আবশ্যক। এদের মধ্যে কখনো কোন পার্থক্য নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, أَلاَ إِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ‘জেনে রাখ! আমি কুরআন ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু (হাদীছ) প্রাপ্ত হয়েছি’।[২১] তিনি আরো বলেছেন, وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ. ‘হাওযে কাওছারে আমার নিকট পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত এ দু’টো কখনো পৃথক হবে না’।[২২] সুতরাং কুরআন ও হাদীছের মধ্যে উল্লিখিত বিভাজন সঠিক নয়। কেননা এটা উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের দাবি করে। পূর্ববর্তী বর্ণনার আলোকে যেই দাবি ভিত্তিহীন।

আমি এই বিষয়টার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম। যদি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকি তাহলে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকলে আমার নিজের পক্ষ থেকে। আল্লাহ্‌র কাছে মিনতি, তিনি যেন আমাদেরকে ও আপনাদেরকে পদস্খলন ও তার যাবতীয় অসন্তুষ্টিমূলক কাজ থেকে রক্ষা করেন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

২১. আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৬০৪, ‘সুন্নাহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬; মিশকাত, হাদীছ নং ১৬৩, ‘ঈমান’ অধ্যায়, ‘কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ।

২২. মুওয়াত্তা মালেক, হাদীছ নং ৩৩৩৮, ‘আল-জামে’ অধ্যায়, ‘তাকদীরের বিষয়ে বিতর্ক করা নিষেধ’ অনুচ্ছেদ; হাকেম, হাদীছ নং ৩১৯, ‘ইলম’ অধ্যায়, সনদ হাসান।